শব্দ কুসুম

আধখানা রামধনু পেরিয়ে এক ঝাঁক কালো পাখি
উড়ে যাচ্ছে হৃদের স্মৃতির দিকে।

কবির স্ত্রী সস্নেহে স্পর্শ করছেন কবির প্রিয় দেবদারু তরুটিকে;
কাল তাঁর মৃত্যুতিথিতে উড়ে এসেছিল একরাশ জন্মদিন শুভেচ্ছা।

দরবার হলে প্রবাসী শিল্পীর প্রদর্শনীর উন্মোচনে
ওড়িশি নৃত্যের সুষমার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে
সদ্য আভির্ভূত জ্যামাইকান রমের রম্য উদ্বোধন।

দুই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই অনিকেত কবি
তাদের সৃষ্টির অকৃতকার্যতা ভুলে গাইছে
'আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও।'
চার্চের মন্দ্রিত ঘন্টাধ্বনি এত সন্ধ্যায়
পৌঁছে যাচ্ছে শহরের প্রতিটি সখী ও অসুখী গৃহকোণে।

চলন্ত ভ্যান থেকে তুলে নিয়ে কোকাকোলা বোতল
হাসছে এক ফুটপাতবাসিনী, তাড়নাবিদ্ধ।

ঠিক সে-সময় ফুটবল দুরন্তপনার দিকে পিছন ফিরে
এক দশম বর্ষীয় বালক দেখছে আধখানা রামধনু থেকে
চুঁইছে পড়ছে, রক্ত; রক্তের লাল নীল হলুদ সবুজ।

দেবদারু পাতার ফাঁকে কবির স্ত্রীর আঙুল স্পর্শ করছে
আসন্নপ্রসবা কবিতা - গন্ধ, শব্দ কুসুম।

আবিরের খেলা

গ্রন্থাগার পুড়ে যাচ্ছে, আগুন - তুফানে
দাউ দাউ জ্বলছে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান
ধ্বংসস্তূপ , ছাই...
অপ্রাকৃত সভ্যতার ছায়া, ফিকে হতে হতে, মাটির উর্বরতার জন্য

এখন বৃক্ষের আশ্রয়ে যাব।
নদী, বৃষ্টি, সাগরেই স্নানাহার, বাতাসের সঙ্গে
ঠোঁট ঠোঁট ঠেকিয়ে চুম্বন
শিকড়ের কাছাকাছি রতিকলা, খনিজ উষ্ণতা...
অনেক গভীরে বসুন্ধরার তপ্ত লাভাস্রোত, অদস - আরাম

এখন তো আকাশের নীলে, নীলে ছেড়ে কালো,
কালো ছেড়ে রেণুদের জলসায় ভাসা

গ্রন্থাগার পুড়ে গেছে, পুড়ে গেছে গবেষণা ধাঁদা
আবার তো উষাকাল পিতামহী,
আবার তো আমাদের চলা...
আগুনের উৎসব হোক, শুরু হোক আবিরের খেলা।

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়